যুগান্তর

দুই হলের কর্মীদের কথা কাটাকাটি

জাবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ গোলাগুলি: আহত ৭০

ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন

প্রকাশ : ০৪ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

জাবি প্রতিনিধি

জাবি ছাত্রলীগের সংঘর্ষ। ছবি: যুগান্তর

মিষ্টির দোকানে কথা কাটাকাটির জের ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মওলানা ভাসানী হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে পুলিশ, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ অন্তত ৭০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার ও সাভার এনাম মেডিকেল কলেজে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, দুপুর ২টার দিকে উঁচু বটতলার বেলালের দোকানে মিষ্টি খেতে যান বঙ্গবন্ধু হলের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগকর্মী ৪৬তম ব্যাচের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের দ্বীপ বিশ্বাস ও বাংলা বিভাগের আলিফ হাসান দীপু।

এ সময় মওলানা ভাসানী হলের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ৪৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মী সৌরভ কাপালীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে দ্বীপের। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে দ্বীপ ও দীপুকে চড়-থাপ্পড় মারে সৌরভ।

খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠি, চাপাতি, রড, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বটতলা এলাকায় আসেন। এ খবর শুনে ভাসানী হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও পাল্টা প্রস্তুতি নেয়। উভয় গ্রুপ বটতলায় এলে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়।

এতে উভয় হলের সিনিয়র ছাত্রলীগ নেতারা নেতৃত্ব দেয়। সংঘর্ষ শুরু হলে প্রক্টরিয়াল টিম ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়।

এ সময় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকও সেখানে যান। তাতেও কর্ণপাত করেনি কোনো পক্ষ। আড়াই ঘণ্টা ধরে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল ছোড়ার সঙ্গে গোলাগুলির ঘটনাও ঘটে।

বঙ্গবন্ধু হলের ৪৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান লিটন (দর্শন) ও শাওন (আইআইটি) সহ কয়েকজনকে অন্তত ১২-১৫ রাউন্ড গুলি ছুড়তে দেখা যায়।

বিকাল ৪টার দিকে আশুলিয়া, সাভার মডেল থানা, ধামরাই ও ডিবি পুলিশ যৌথভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তারা বটতলায় উপস্থিত হয়ে ভাসানী হলের দিকে অন্তত ৪টি টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে।

আর বঙ্গবন্ধু হলের শিক্ষার্থীদের দিকে ২টি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। টিয়ারশেল নিক্ষেপের সময় শিক্ষার্থীদের ছোড়া ইটের আঘাতে আশুলিয়া থানার ওসি মো. রেজাউল হক দীপু পায়ে আঘাত পান।

এছাড়া সংঘর্ষ চলাকালে শিক্ষার্থীদের ছোড়া ইটের আঘাতে আহত হন সহকারী প্রক্টর মহিবুর রৌফ শৈবাল ও বঙ্গবন্ধু হলের ওয়ার্ডেন মেহেদী ইকবাল। সংঘর্ষের ভিডিও মোবাইলে ধারণ করায় দৈনিক সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জোবায়ের কামালকে বঙ্গবন্ধু হলের ৪৪ ব্যাচের সিয়ামসহ (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ) কয়েকজন মারধর করে।

এছাড়া ঘটনার সংবাদ ও ছবি সংগ্রহকালে দৈনিক ভোরের কাগজের রিজু মোল্লা ও বার্তা২৪.কমের রুদ্র আজাদকে লাঞ্ছিত করে ভাসানী হলের সংঘর্ষে জড়ানো শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসক লিখন চন্দ্র বালা যুগান্তরকে জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় ৬৫ শিক্ষার্থী প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের আমরা হলে ফিরিয়ে দিয়েছি। যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’

পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জানিয়ে আশুলিয়া থানার ওসি (তদন্ত) জাবেদ মাসুদ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়ে আমরা দ্রুত ফোর্স নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।’

শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি জুয়েল রানা বলেন, ‘সংঘর্ষে ছাত্রলীগের কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে সংগঠন থেকে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রশাসনকেও বলব জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।’

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।